কেয়ারটেল ইনফোটেক লিমিটেড

বনাম

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৫৮৮)

০৯ ই এপ্রিল ,২০১৯

[এস.এ বোবদে এবং সঞ্জয় কিষান কৌল, বিচারপতিগণ]

দরপত্রঃ দরপত্র চুক্তি – কল সেন্টার স্থাপনের জন্য বিবাদী নং ১ দ্বারা ই-পাবলিক টেন্ডার – দরদাতাকে নিষিদ্ধ বা কালো তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্ত না করা বা ছুটির তালিকাভুক্ত করা হলে, ধারা ২০(ii) অনুসারে ঘোষণা করা হবে – অন্য দরপত্রের ক্ষেত্রে মিথ্যা তথ্য এবং দরপত্রের নথি সরবরাহের অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য আপিলকারী, দরদাতাদের একজনকে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা – দরপত্র নং বিবাদী নং দ্বারা দরপত্র জমা দেওয়ার পরে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ১ কিন্তু দরপত্র জমা দেওয়ার আগে - আপিলকারী এল - ১ ঘোষণা করেছেন এবং গ্রহণযোগ্যতা পত্র প্রদান করেছেন - বিবাদী নং ৩ এল - ২ ঘোষণা করেছেন - বিবাদী নং ৩ কর্তৃক রিট আবেদন আপিলকারীকে এল - ১ হিসেবে ঘোষণাকে বিরোধিতা করে - পরবর্তীকালে, আপিলকারীর পক্ষে ক্রয় আদেশ জারি করা হয়েছে - তবে, পরের দিনই, কালো তালিকাভুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছে এবং আপিলকারীকে দুই বছরের জন্য কোনও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে - বিবাদী নং ৩ আপিলকারীকে কালো তালিকাভুক্তির ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর, আবেদনকারী উক্ত তথ্যটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদনটি সংশোধন করেছেন - রিট হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত আবেদন - স্থায়িত্ব - স্থির করে : টেকসই নয় - আপত্তিকর আদেশ কালো তালিকাভুক্তির ধারাটি ভুলভাবে পড়েছে - কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি নিজেই কালো তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল না যা ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে - আপিলকারী চুক্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না - কালো তালিকাভুক্তির আদেশের প্রভাব সম্পর্কে, নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য প্রভাব ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য থাকবে - এর কোনও আবেদন থাকবে না দরপত্র প্রদান - বিবাদী নং ৩ এর ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা শংসাপত্রের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের ক্ষেত্রে, তদন্তের সময় হাইকোর্ট সার্টিফিকেটের উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছে - এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য ছিল না - যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ আসলে বিবাদী নং ১ কে আপিলকারীর সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়ার সমান - আপিলকারীকে চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য করার জন্য এমন কোনও নির্দেশ জারি করা উচিত ছিল না।

কেয়ারটেল ইনফোটেক লিমিটেড বনাম হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা **৯৫১**

ভারতের সংবিধান: ধারা ২২৬ – দরপত্রের যাচাই-বাছাই – অনুমতিযোগ্যতা – অধিষ্ঠিত: সাধারণত পক্ষগুলি তাদের চুক্তি এবং দরপত্রের শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কোনও রিট বহাল থাকবে না ধারা ২২৬ – সরকারী এবং সরকারী খাতের উদ্যোগগুলি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে, আদালত পদ্ধতিতে ন্যায্যতার কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য তৈরি করা উপযুক্ত বলে মনে করেছে – এই পদ্ধতির ফলে দরপত্রের যাচাই-বাছাইয়ের প্রবণতা বেড়েছে – বিরোধিতা করার জন্য চাওয়া প্রতিটি ছোট বা বড় দরপত্রই বেসরকারি খাতের সাথে প্রতিযোগিতায় সরকারি খাতের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে – দরপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে, ক্ষুদ্র বিবরণের অপ্রয়োজনীয়, নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সরকারী ও সরকারি খাত কর্তৃক চুক্তি প্রদানকে একটি জটিল অনুশীলন করে তোলে – বেসরকারি চুক্তিতে তাৎক্ষণিকতা এবং দক্ষতার স্তর, প্রায়শই সরকারি খাতের দরপত্রগুলিকে একটি অ-প্রতিযোগিতামূলক অনুশীলনে পরিণত করে।

দলিল ও দলিলঃ দরপত্র ~ এর ব্যাখ্যা-স্থির করে : নথির লেখক তার প্রয়োজনীয়তাগুলি বোঝার এবং প্রশংসা করার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি-তথ্যের উপর, উত্তরদাতা নং ১-সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি যা দরপত্রটি চালু করেছিল, তাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে ~ উত্তরদাতা নং ১ নিজেই, প্রকরণ ২০ এর শব্দের প্রশংসা এবং বিন্যাসের প্রশংসা করে একটি বিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন-উত্তরদাতা নং ৩, দরদাতাদের মধ্যে একজন উত্তরদাতা নং ১-এর উপর চুক্তিটির নিজস্ব ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে না, বা আদালতকে উত্তরদাতা নং ১-কে সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না-এটি সম্ভব যে দরপত্রের লেখক এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে পারে যা আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে এটি নিজেই প্রদত্ত ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করার কারণ হবে না।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করে : ১ উভয় দিক-বিন্যাসের সাথে পঠিত ধারা ২০-এর ব্যাখ্যা, সেইসাথে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির প্রভাবের সাথে একমত। ধারা ২০ চারটি সম্ভাব্যতার জন্য বিধান করে। তাত্ক্ষণিক মামলাটি এমন নয় যেখানে দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখে আবেদনকারীকে নিষিদ্ধ, কালো তালিকাভুক্ত বা ছুটির তালিকায় রাখা হয়েছিল। দরদাতাকে যে ঘোষণা দিতে হবে তা ধারা ২০ **(ii)**-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রথম তিনটি দিক নিয়ে কাজ করে। দরপত্রের নথির সাথে সংযুক্ত বিন্যাসটি কেবল এই তিনটি ঘটনাকেই বোঝায়। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে কোনও নির্দিষ্ট বিন্যাস সরবরাহ করা হয় না, যেখানে সম্ভবত এটি

যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে প্রকাশটি চারটি দিকের ক্ষেত্রেই হতে হবে। বিন্যাসটি সরবরাহ করা হয়েছে, যদি কালো তালিকাভুক্তির সূচনা নির্দিষ্ট করা হয়, তবে এটি বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। এটি বলা যায় না যে আপিলকারীর উদ্যোগটি কালো তালিকাভুক্তির জন্য একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির দিকটি প্রকাশ করা আপিলকারীর বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। এটি এমনভাবে বলা হয় কারণ নির্দিষ্ট বিন্যাসের সাথে একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে যার জন্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়।

১.২) এটা তর্ক করা সম্ভব যে বিন্যাসটি সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি। তবে, এটি উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা "তিনি বিন্যাস" গঠনের সমস্যা। এটি প্রতীয়মান হয় যে উত্তরদাতা নং ১, বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, একটি বিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন যে যেহেতু প্রকরণ ২০ **(i)** চারটি সম্ভাব্যতার জন্য সরবরাহ করেছে, যদিও বিন্যাসটি এটির জন্য সরবরাহ করেনি, আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। হতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য বিন্যাসটির একটি যথাযথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

১.৩) আবেদনকারীর জমা দেওয়া অঙ্গীকারে যা বলা হয়েছে তা হল দরপত্র এবং সংযুক্তিগুলিতে প্রদত্ত তথ্য দরদাতাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সর্বোত্তম সত্য। যদি কোনও মিথ্যা বা ভুল তথ্য জমা দেওয়া হয় তবে দরপত্রটি প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এটা বলা যাবে না যে আপিলকারী কর্তৃক প্রদত্ত কোনও মিথ্যা তথ্য ধারা ২০**(i)** এর বর্ণিত শর্ত ৪ লঙ্ঘন করে। একই বিষয়ের আরেকটি দিক, অর্থাৎ, ২০ **(iii)** প্রকরণে প্রদত্ত অখণ্ডতা চুক্তির বিন্যাসের সঙ্গে একটি বিস্তারিত বিষয়। অখণ্ডতা চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, "কর্পোরেশনের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও ন্যায্য লেনদেন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পক্ষগুলি একে অপরের প্রতি কিছু প্রতিশ্রুতি দেবে।" যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অখণ্ডতা চুক্তি বৈধ দরপত্রের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। এই ধারাটি, এইভাবে, দরপত্রের অধীনে পরিচালিত ক্রিয়াকলাপগুলির স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত, যদি এটি ক্রয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আরও একবার, এর ধারা ২০ **(i)** এর বর্ণিত চতুর্থ অংশে কোনও উন্নতি হবে না।

১.৪) কালো তালিকাভুক্তির খুব গুরুতর পরিণতি রয়েছে। একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি ের ফলে কালো তালিকাভুক্ত হতে পারে বা কালো তালিকাভুক্ত হতে পারে না। নিছক কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করার ফলে

একজন দরদাতার উপর এত গুরুতর পরিণতি ভোগ করা, তা টিকিয়ে রাখা কঠিন হতে পারে।

১.৫) কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি ে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারাও আবেদনকারীর মামলা আরও দৃঢ় হয়। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি নিজেই, শেষ অনুচ্ছেদে, আবেদনকারীকে কারণ দেখানোর আহ্বান জানায় যে কেন "কালো তালিকাভুক্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়"। আবেদনকারীর প্রতিক্রিয়া অনুসারে, পরবর্তী পর্যায়টি কালো তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করা হত, যদি ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক না পাওয়া যেত। অন্যদিকে কালো তালিকাভুক্তির প্রকরণ ২০ **(i)**-এ ব্যবহৃত শব্দটি এমন একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলে যেখানে কালো তালিকাভুক্তির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। সাধারণ ইংরেজি শব্দগুলিকে অবশ্যই তাদের সাধারণ ব্যাকরণগত অর্থ দিতে হবে। এটা বলা যায় না যে, ৫.১২.২০১৭ তারিখের কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি টি ইতিমধ্যে কালো তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়েছে। এই দুটি অ্যাকাউন্টে এটি বলা যাবে না যে আবেদনকারী চুক্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। যতদূর পর্যন্ত ২২.২.২০১৮ তারিখের কালো তালিকাভুক্তির আদেশের প্রভাব সম্পর্কিত, উত্তরদাতা নং ১-এর নির্দিষ্ট পদক্ষেপ শুরু করা যথাযথ বলে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, এটি এইচপিসিএল-এর কালো তালিকাভুক্তির নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে হতে হবে। নির্দেশিকাগুলি নিজেই দেখায় যে নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য প্রভাব থাকবে, ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য। সুতরাং, প্রদত্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে এর কোনও প্রয়োগ হবে না।

১.৬) প্রকরণ ৮ এ, ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা নিয়ে কাজ করার জন্য, সফল দরদাতাকে প্রদত্ত চারটি দিকের ক্ষেত্রে পরিষেবাগুলিতে শূন্য ব্যাঘাত সহ নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং সুবিধায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য স্থানান্তর পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। প্রকরণ ১০ **(ছ)**-এর পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষা এবং ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতার জন্য বৈধ আইএসও শংসাপত্র সরবরাহ করতে হবে। এটি প্রশ্নবিদ্ধ নয় যে আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ২-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতার শংসাপত্র জমা দিয়েছেন। উত্তরদাতা নং ৩ এই ব্যবসায়িক শংসাপত্রের উপর সন্দেহ প্রকাশ করতে চেয়েছে, এবং ডিভিশন বেঞ্চ, বিতর্কিত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষগুলিকে তাদের হলফনামা দাখিল করার আহ্বান জানিয়ে এই শংসাপত্রের তদন্ত শুরু করেছে এবং তারপরে শংসাপত্রের উপর নিজস্ব সন্দেহ প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপ অনুমোদিত ছিল না।

১.৭) ৩ নং উত্তরদাতার করা অভিযোগ সম্পর্কিত গুরুতর বিরোধ রয়েছে, যা আপিলকারী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

যারা হলফনামা দাখিল করেছিল তাদের জেরা করার সুযোগ দিতে হয়েছিল। এটি আসলে রিট কার্যধারায় সম্ভব হত না এবং কেবল মামলা কার্যধারায় নির্ধারণ করা যেত। ভারতের বিবৃতি, যখন এই ধরনের বিরোধ বিদ্যমান থাকে।

১.৮) ১ নম্বর উত্তরদাতার যদি শংসাপত্রের উপর সন্দেহ থাকত, তা হলে তা অন্য বিষয় হত। ১ নম্বর উত্তরদাতার দাখিল করা হলফনামা থেকে এটি স্পষ্ট নয়। যাই হোক না কেন, এই দিকটি '১ নম্বর উত্তরদাতার প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, বরং আদালত তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরিবর্তে, যেন এটি ১ নম্বর উত্তরদাতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলে বসেছিল। যদি ১ নম্বর উত্তরদাতার এই শংসাপত্রগুলির উপর কোনও সন্দেহ থাকে, তবে কিছুই প্রতিরোধ করা যায় না এবং এখনও ১ নম্বর উত্তরদাতার এই দিকটি দেখতে বাধা দেয় না।

১.৯) ৩ নং উত্তরদাতার আইনজীবী যুক্তি যে, বিতর্কিত আদেশের নির্দেশ অনুসরণ করে ১ নং প্রত্যর্থীকে এই সমস্ত দিক অনুসন্ধান করার জন্য ১ নং উত্তরদাতা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তা গ্রহণ করা যাবে না। যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তা হল, ১ নং প্রত্যর্থী "সিদ্ধান্ত নিতে পারেন", কিন্তু রায়টি তা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ছিল। ১ নং প্রত্যর্থী আবেদনকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে আরও এগিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্দেশ জারি করাটা আসলে হাইকোর্টের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল না, যেমনটা সে করতে চেয়েছিল। হাইকোর্টের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকরী নির্দেশ, পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারীর সাথে তার চুক্তি লঙ্ঘন করার জন্য উত্তরদাতা নং ১-কে নির্দেশ দেওয়ার সমান। আবেদনকারীর দ্বারা চুক্তি লঙ্ঘন করতে বাধ্য করার জন্য এই ধরনের কোনও নির্দেশ জারি করা উচিত ছিল না। সুতরাং, এই ভিত্তিতেও অভিযুক্ত আদেশটি বজায় রাখা যাবে না।

১.১০) সাধারণত পক্ষগুলি তাদের চুক্তি এবং টেন্ডারের শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে, এবং সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও রিট বহাল থাকবে না। সরকারী এবং পাবলিক সেক্টর উদ্যোগগুলি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে,

এই আদালত পদ্ধতিতে ন্যায্যতার কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য তৈরি করা উপযুক্ত বলে মনে করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট কার্যধারায় দরপত্রের তদন্তের জন্ম দিয়েছে। তবে, মনে হয় যে উইন্ডোটি খুব বিস্তৃতভাবে খোলা হয়েছে কারণ প্রায় প্রতিটি ছোট বা বড় দরপত্রকে এখন প্রায় রুটিন হিসাবে রিট কার্যধারায় বিরোধিতা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে, সরকারী খাতের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়, যা বেসরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতায় থাকতে পারে। এটি মনে রাখা উদ্দেশ্য খুব কমই হতে পারে। দরপত্র লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সূক্ষ্ম বিবরণগুলির একটি অপ্রয়োজনীয়, নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরকার এবং সরকারী ক্ষেত্রগুলির দ্বারা চুক্তি প্রদানকে একটি জটিল অনুশীলন করে তোলে, যার দ্বারপ্রান্তে দীর্ঘ টানা মামলা মোকদ্দমা রয়েছে। বেসরকারী ক্ষেত্র প্রায়শই একই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বেসরকারী চুক্তিতে দ্রুততা এবং দক্ষতার মাত্রা, এইভাবে, প্রায়শই সরকারী ক্ষেত্রের দরপত্রগুলিকে একটি অ-প্রতিযোগিতামূলক অনুশীলন করে তোলে। এটি সরকার এবং সরকারী ক্ষেত্রের জন্য একটি বড় অসুবিধাজনক কাজ করে।

১.১১) নথির লেখক তার প্রয়োজনীয়তাগুলি বোঝার এবং প্রশংসা করার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাত্ক্ষণিক মামলার তথ্যে, দরপত্র নথিগুলির ব্যাখ্যার বিষয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রাধান্য পেতে হবে। উত্তরদাতা নং ১ নিজেই, ধারা ২০-এর শব্দ এবং বিন্যাসের প্রশংসা করে একটি বিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। উত্তরদাতা নং ৩ চুক্তির নিজস্ব ব্যাখ্যাটি উত্তরদাতা নং ১-এর উপর চাপিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে না, বা আদালতকে উত্তরদাতা নং ১-কে সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না, এটি সম্ভব যে দরপত্রের লেখক এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে পারে যা সাংবিধানিক আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে এটি নিজেই প্রদত্ত ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করার কারণ হবে না। দরপত্র প্রস্তুতকারী পক্ষের দ্বারা প্রস্তাবিত চুক্তির পরিবর্তে, দরপত্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তৃতীয় পক্ষের নির্দেশে আদালতের নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা, আরও নির্দিষ্টভাবে দরপত্রের শর্তাবলীকে জোর দেওয়া হয়। উদ্দেশ্যটি এমন হতে পারে না যে প্রতিটি চুক্তিতে, যেখানে কিছু পক্ষ হেরে যাবে, তাদের কোনওভাবে ফাঁক বাছাই করার, সফল পক্ষগুলিকে অযোগ্য ঘোষণা করার সুযোগ পাওয়া উচিত, যার ভিত্তিতে দরপত্র ভাসিয়ে দেওয়া পক্ষও কোনও যোগ্যতা খুঁজে পায় না।

করা পর্যবেক্ষণগুলি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিত, যাতে আপত্তিকর ক্রমে পাওয়া পরিস্থিতির অনুরূপ পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

রোশিনা টি বনাম আব্দুল আজিজ কে. টি. এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ২ এস. সি. সি. ৩২৯; এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড ও এ. এন. আর. (২০১৬) ১৬ এস. সি. সি. ৮১৮ [২০১৬] ৩ এস. সি. আর. ৫৫১; নাভা পাওয়ার লিমিটেড (এন. পি. এল) বনাম পঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (পি. এস. পি. সি. এল) ও এ. এন. আর. (২০১৮) ১১ এস. সি. সি. ৫০৮; আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে সত্য জৈন (মৃত) এবং অন্যান্যরা বনাম আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে আনিস আহমেদ রুশদি (মৃত) (২০১৩) ৮ এস. সি. সি. ১৩১: [২০১৩] ৩ এস. সি. আর. ৩১৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

বেলিজের অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম বেলিজ টেলিকম লিমিটেড (২০০৯) ১ ডাব্লুএলআর ১৯৮৮ (পিসি); মুরকক (১৮৮৯) এলআর ১৪ পিডি ৬৪ (সিএ)-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

২০১৯) ২ এসসিসি ৩২৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[২০১৬] ৩ এসসিআর ৫৫১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৭
(২০১৮) ১১ এসসিসি ৫০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৯
[২০১৩] ৩ এসসিআর ৩১৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার : ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৫৮৮।

বোম্বে হাইকোর্টের ডবলু পি নং ৬০৮/২০১৮ বিচার বিভাগের ২১-১২-২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভুত ।

শ্যাম দিওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী , শেখর রাজ শর্মা, এস সাগর, শ্রীমতী বিভা মহাজন শেঠ এবং জিনেন্দ্র জৈন, আপিলকারীর পক্ষের আইনজীবী।

কে. ভি. বিশ্বনাথন, প্রবীণ আইনজীবী , আদিত্য কুমার চৌধুরী, অর্জুন ডি. সিং, অমিত কুমার, আর. ভেঙ্কটরমন, রাজেশ সিং চৌহান, পারিজাত সিনহা, শ্রীমতি রেশমি রিয়া সিনহা, গৌরব ঘোষ, রুদ্র দত্ত, গোপাল জৈন, সঞ্জয় কুমার বিসেন, আইনজীবীরা উত্তরদাতার পক্ষের।

কেয়ারটেল ইনফোটেক লিমিটেড বনাম হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ৯৫৭

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি

১) অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (উত্তরদাতা নং ১) আই. ও. সি/এইচ. পি. সি/বিপিসি-র এলপিজি গ্রাহকদের কাছ থেকে তথ্য অনুসন্ধান এবং অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য কল সেন্টার স্থাপনের জন্য একটি ই-পাবলিক টেন্ডার চালু করেছে। আবেদনকারী টেন্ডারে অংশ নিয়েছিলেন। টেন্ডারের ২০ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ

২০. কালো তালিকা/নিষেধাজ্ঞা/ছুটির তালিকা

i. যেসব পক্ষ নিষিদ্ধ/কালো তালিকাভুক্ত/ছুটির তালিকায় রাখা হয়েছে বা যে দলগুলির ক্ষেত্রে এইচ. পি. সি. এল/কোনও সরকারি/আধা সরকারি সংস্থা বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি কালো তালিকাভুক্ত এবং ছুটির তালিকার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন বা কাজের পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে না। কালো তালিকাভুক্ত বা হোলি দিবসে তালিকাভুক্ত ঘোষণা জমা না দেওয়া বিক্রেতার প্রস্তাবকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে বিবেচনা করা হবে না এবং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে।

ii. দরদাতা একটি লিখিত ঘোষণা দেবেন যা নির্দেশ করবে যে তারা এই দরপত্রের নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ছুটির তালিকায়/নিষিদ্ধ/কালো তালিকাভুক্ত নয়।

৩) ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের কৃষি, সহযোগিতা ও কৃষক কল্যাণ বিভাগকে কিষাণ কল সেন্টার পরিষেবা প্রদানের জন্য জমা দেওয়া মিথ্যা তথ্য এবং দরপত্র নথি জমা দেওয়ার অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য আবেদনকারীকে অন্য দরপত্রের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ৫.১২.২০১৭-এ একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

৪) কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন স্থানে কল সেন্টার চালানোর বিষয়ে দরপত্রের নথিতে আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তদন্ত করা হয়েছিল এবং আরও তথ্য চাওয়া সত্ত্বেও তা আসেনি। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির কার্যকরী অংশটি নিম্নরূপঃ

তদনুসারে, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, প্রাথমিকভাবে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে এম/এস কেয়ারটেল ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড

মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য প্রদান করে উপরোক্ত দরপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। অতএব, বিভাগটি এম / এস ক্যারেটেল ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেডকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে 'ফার্মটিকে (এম / এস ক্যারেটেল ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড) কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য কেন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় তার কারণ দেখানোর জন্য। আপনাকে এই চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আপনার অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদত্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হবে না।'

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৫) আবেদনকারী ই-টেন্ডার সংক্রান্ত দরপত্র জমা দিয়েছেন ১৯.১২.২০১৭। উল্লিখিত প্রকরণ ২০-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ঘোষণা করার জন্য একটি বিন্যাস প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

ঘোষণাপত্র কালো তালিকাভুক্ত নয়/নিষিদ্ধ নয়/ছুটির দিন তালিকাভুক্ত নয়"

"আমরা নিশ্চিত করছি যে আমাদের কোনও সরকার বা আধা-সরকারি সংস্থা বা পাবলিক সেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ, কালো তালিকাভুক্ত, বাদ দেওয়া বা ছুটির তালিকাভুক্ত করা হয়নি

তারিখঃ _____ দরপত্রদাতার নাম

স্থানঃ স্বাক্ষর এবং সীল

নোট: যদি কোনও সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থা বা পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ কর্তৃক কোনও দরদাতাকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে এই তথ্যটি স্পষ্টভাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। যদি এই ঘোষণাটি অমূল্য দরের সাথে না দেওয়া হয়, তাহলে দরপত্রটি অ-প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করা হবে।

আপিলকারী পূর্বোক্ত শর্তাবলী অনুসারে ঘোষণাপত্র দাখিল করেছেন, অর্থাৎ, উল্লেখ করে যে আপিলকারীকে কোনও সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থা বা পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

৬) আবেদনকারী আরও একবার নির্ধারিত ফরমে একটি অঙ্গীকার জমা দিয়েছেন। অঙ্গীকারের বিন্যাস নিম্নরূপঃ

"চিঠির মাথায়

দরদাতাদের দ্বারা উদ্যোগ নেওয়া

আমি/আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করছি যে আমাদের দরপত্র এবং সংযুক্তিগুলিতে আপনাকে প্রদত্ত/প্রদত্ত সমস্ত তথ্য আমাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সর্বোত্তম সত্য এবং এর মধ্যে কিছুই মিথ্যা নয়।

আমি/আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, দরপত্র পর্যায়ে (এইচ. পি. সি. এল দ্বারা আমাদের দরপত্র গ্রহণ/ক্রয় আদেশ স্থাপন করার আগে) যদি পাওয়া যায় যে, আমাদের দ্বারা প্রদত্ত/জমা দেওয়া কোনও তথ্য বা নথি মিথ্যা বা ভুল, তাহলে আমরা সম্মত হই যে, এইচ. পি. সি. এল আমাদের দরপত্র/দরপত্র প্রত্যাখ্যান করতে স্বাধীন থাকবে। যদি আমাদের দরপত্র গ্রহণ/ক্রয় আদেশ স্থাপন করার পরে যে কোনও পর্যায়ে এটি মিথ্যা বা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এইচ. পি. সি. এল-এর সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের দরপত্র বাতিল করার এবং যে কোনও বিকল্প উৎস থেকে অবশিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহের অধিকার থাকবে। এইচ. পি. সি. এল-এর পুনরুদ্ধারের অধিকার থাকবে, আমাদের চুক্তির হার এবং হারের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ, যে হারে এইচ. পি. সি. এল বিকল্প উৎস থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়, যদি পরের হার বেশি হয়। এই উদ্দেশ্যে, এইচ. পি. সি. এল দ্বারা আমরা যে কোনও ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা দিয়ে বা এই চুক্তির অধীনে কোনও বকেয়া বিল বা এইচ. পি. সি. এল-এর সাথে অন্য কোনও চুক্তির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। আরও এইচ. পি. সি. এল এই ধরনের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত বলে বিবেচিত যে কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য স্বাধীন থাকবে।

আমি/আমরা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড দ্বারা আহ্বান করা হলে, তার পরিদর্শনের জন্য, নথির (গুলি) মূল (গুলি) তৈরি করার উদ্যোগ নিই যার অনুলিপিগুলি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

তারিখঃ _____ দরদাতাদের নামঃ

স্থান দরদাতাদের স্বাক্ষর এবং সীলমোহর দিন

৭) উত্তরদাতা নং ১ প্রযুক্তিগত ও আর্থিক দরপত্রগুলি মূল্যায়ন করেন এবং আবেদনকারীকে এল-১ এবং উত্তরদাতা নং ৩ কে এল-২ হিসাবে ঘোষণা করেন। আবেদনকারীকে প্রদত্ত দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা চিঠিটি ১২.২.২০১৮-এ দুই বছরের জন্য প্রদত্ত পরিষেবাগুলির জন্য ৭৯১ লক্ষ মৌলিক মূল্যের জন্য জারি করা হয়েছিল।

৮) ৩ নং প্রত্যর্থী বম্বে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন, যাতে আবেদনকারীকে এল-আই হিসাবে ঘোষণা করা হয়। চুক্তির শর্তাবলী এবং অর্থ প্রদানের পদ্ধতি নিশ্চিত করে আবেদনকারীর পক্ষে ক্রয় আদেশ জারি করা হয়। একদিন পরে, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক একটি কালো তালিকাভুক্তির আদেশ জারি করে এবং আবেদনকারীকে ভারত সরকার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের কোনও দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যা আদেশ জারি হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের জন্য কার্যকর হয়। এই আদেশটি আপিলকারী দ্বারা দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে আক্রমণ করা হয়েছিল, যা ৯.৩.২০১৮-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে পরবর্তীকালে, ১২.৩.২০১৯-এ, সেই জালিয়াতি খারিজ করা হয়েছিল এবং অ্যামে-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি লেটার্স পেটেন্ট আপিল বিচারাধীন রয়েছে।

৯) উত্তরদাতা নং ৩, আপিলকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আর্জি সংশোধন করেছেন। রিট পিটিশন ২১.১২.২০১৮ তারিখের ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

১০) হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি দুটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে-প্রথমত, আবেদনকারীকে জারি করা কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি ের তথ্য প্রকাশ না করা অঙ্গীকারের লঙ্ঘন। এই ইস্যুটির সাথে যুক্ত হল যে দরপত্রের ২০ **(iii)** প্রকরণটি "স্বচ্ছতা ও ন্যায্য লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য" একটি সততা চুক্তির জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল এবং সেই সততা চুক্তিটি যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীর দ্বারা, দরপত্রের ধারা ৪-এর ধারা ১০ **(ছ)** এর সাথে পঠিত ধারা ৮-এর সম্মতি নিয়ে সন্দেহ করেছিল। এই বিতর্কটি দরপত্র সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা এবং বৈধ আইএসও শংসাপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত ধারার সাথে সম্পর্কিত। প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিম্নরূপ :

৮) ব্যবসায়ী সম্প্রদায়:

ও এম সি -গুলির বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত একটি পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে ইনবাউন্ড কলের জন্য একটি চুক্তি রয়েছে। সফল দরদাতাকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে "শূন্য" পরিষেবা ব্যাহতকরণ সহ নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং সুবিধায় স্থানান্তরের জন্য ট্রানজিশন পরিকল্পনা জমা দিতে হবে:

ক) টোল-মুক্ত পরিষেবা।

খ) আইভিআরএস ভিত্তিক কল হ্যান্ডলিং।

গ) সফল দরদাতার প্রাঙ্গণে কল ট্র্যাফিকের ডাইভারশন।

ঘ) গো-লাইভ তারিখের সময় প্রশিক্ষিত অপারেটর।

....

.....

১০. অন্যান্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তাঃ

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx

ছ) সুরক্ষার জন্য বৈধ আইএসও শংসাপত্র ২৭০০১ এবং ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার জন্য আইএসও ২৩০১।

এটি বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারীর জমা দেওয়া নিবন্ধনের শংসাপত্রটি এলিট সার্টিফিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা জারি করা হয়েছিল। তবে, উত্তরদাতা নং ৩ শংসাপত্রের উপর সন্দেহ করার চেষ্টা করেছিল এবং হাইকোর্ট একই বিশ্বাস করার কারণ খুঁজে পেয়েছিল যদিও উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা দায়ের করা পাল্টা হলফনামায় বিপরীত অবস্থান নেওয়া হয়েছিল।

১১) তারিখে, বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা বর্তমান আপিলের উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং নিম্নলিখিত শর্তে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয়েছিলঃ

"ইতিমধ্যে, উত্তরদাতা নং ১ (এইচ. পি. সি. এল) একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু এটি বাস্তবায়ন করতে পারে না। আবেদনকারী পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত চুক্তির অধীনে চালিয়ে যেতে পারে।"

এর ফলাফল হল যে, আপিলকারী চুক্তির বাইরে প্রায় তেরো (১৩) মাসেরও বেশি সময় ধরে দুই বছরের জন্য চুক্তির অধীনে পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন এবং ১ নং উত্তরদাতা, যদিও অভিযুক্ত আদেশে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ অনুসরণ করে আপিলকারীকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্ত চালিয়ে না যাওয়া এবং বর্তমান আপিলের রায়ের জন্য অপেক্ষা করা উপযুক্ত বলে মনে করেছেন।

১২) আমরা শুনেছি আবেদনকারীর পক্ষে সিনিয়র কাউন্সেল মিঃ শ্যাম দিওয়ান, উত্তরদাতা নং ৩-এর পক্ষে সিনিয়র কাউন্সেল মিঃ কে ভি বিশ্বনাথন এবং উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে বিজ্ঞ কাউন্সেল মিঃ পারিজাত সিনহা। পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ কাউন্সেল এবং আমাদের অনুসন্ধানগুলি এরপরে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

কালো তালিকাভুক্তঃ

১৩) আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী মিঃ শ্যাম দিওয়ান যুক্তি দেখান যে বিতর্কিত আদেশটি কালো তালিকাভুক্ত প্রকরণ ২০-কে ভুলভাবে পড়ে।

জমা দেওয়া ছিল যে নিঃসন্দেহে, আবেদনকারী হতে পারতেন না। 'নিষিদ্ধ/কালো তালিকাভুক্ত/ছুটির তালিকায় রাখা হয়েছে এমন একটি পক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি এই সত্যের প্রেক্ষাপটেও যে এই ধরনের কালো তালিকাভুক্তির গুরুতর পরিণতি রয়েছে এবং ধারাটি নিজেই বিধান করেছে যে নির্ধারিত বিন্যাসে ঘোষণা জমা না দেওয়া দরপত্রটিকে অ-প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলবে এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হবে। ধারা ২০ **(ii)**-এর পরিপ্রেক্ষিতে, দরপত্রের নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ঘোষণাটি দিতে হবে। যে সরম্যাটে এই ঘোষণাটি দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং দরদাতাদের নিজের কথায় ছেড়ে দেওয়া হয়নি। উল্লিখিত বিন্যাসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের ঘোষণা শুধুমাত্র তখনই দাখিল করতে হবে যখন দরদাতাকে "নিষিদ্ধ করা হয়েছে বা কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বা ছুটির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে"। সেই অবস্থানটি দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখে প্রচলিত ছিল না, সেই তারিখ পর্যন্ত কেবল একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, ৫.১২.২০১৭-এ। আবেদনকারীর কাছে দরপত্র গ্রহণ এবং ক্রয় আদেশ স্থাপনের তারিখের পরে, ২১.২.২০১৮-এ কালো তালিকাভুক্তির আদেশ পাস করা হয়েছিল।

১৪) উপরোক্ত প্রসঙ্গে, এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে "সংযুক্তি এইচ. এফ 'হলিডে লিস্টিং (ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ, লেনদেন)-এর জন্য নির্দেশিকা' নির্ধারণ করে। সেই সুযোগটি উদ্ভূত হত যদি দরপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ, উত্তরদাতা নং ১ কোনও প্রক্রিয়া শুরু করত এবং ২.৫ প্রকরণ অনুসারে, নিষেধাজ্ঞা সম্ভাব্য প্রভাবের সাথে কার্যকর হত, অর্থাৎ ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য। প্রশ্নযুক্ত চুক্তি, ইতিমধ্যে আপিলকারীর উপর রাখা হয়েছে, তার আপিলকারীকে পূর্ববর্তী কালো তালিকাভুক্ত করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

১৫) জমা দেওয়ার দ্বিতীয় অংশটি প্রকরণ ২০ **(i)**-এর উপর ভিত্তি করে যা বোঝায় "বা যে দলগুলির ক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্তির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ছুটির তালিকার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এইচপিসিএল/কোনও 'সরকারী/আধা সরকারী সংস্থা বা পিএসইউ' দ্বারা। এই ধারাটি জমা দেওয়া হয়েছিল, কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির শব্দের সাথে পড়তে হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, যে বিন্যাসে তথ্য সরবরাহ করতে হয়েছিল তা কেবল শেষ পর্যন্ত কালো তালিকাভুক্তির জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি ের কার্যকরী অংশটি, উপরে উদ্ধৃত, বলে" সংস্থাটিকে কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য কেন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত (এম / এস কেয়ারটেল ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড) শুরু করা উচিত নয়। হুস, এটি যুক্তিযুক্ত ছিল যে কেবল কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে কালো তালিকাভুক্তির "সূচনা" করা হয়নি,

জোর দেওয়া হয়েছে

কারণ বিজ্ঞপ্তিটি কারণ দর্শানোর জন্য ছিল কেন কার্যক্রম শুরু করা উচিত নয়, অর্থাৎ, একটি পূর্ববর্তী পর্যায়ে।

১৬) অন্যদিকে, ৩ নং উত্তরদাতার জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জনাব বিশ্বনাথন যুক্তি দেখান যে, ২০ (২) ধারার প্রেক্ষাপটে বিন্যাসটি নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এমন একটি মামলা ছিল যেখানে দরপত্রের নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ইতিমধ্যে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। তবে, ২০ (১) ধারা অনুসারে চারটি ঘটনা ঘটেছিলঃ (ক) নিষিদ্ধ; (খ) কালো তালিকাভুক্ত; (গ) ছুটির তালিকায় রাখা; বা (ঘ) কালো তালিকাভুক্ত বা ছুটির তালিকার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে অন্ততপক্ষে কালো তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করা হয়েছিল এবং তাই আবেদনকারী তাঁর দরপত্রের সঙ্গে এই তথ্যটি প্রকাশ করতে বাধ্য ছিলেন, বিন্যাস অনুযায়ী নয়, বরং দরদাতাকে যে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে, যার জন্য সম্পূর্ণ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। যে প্রতিশ্রুতি জমা দেওয়া হয়েছিল, তা লঙ্ঘন করা হয়েছিল, যা বিতর্কিত আদেশ দ্বারা ধার্য করা হয়েছিল।

১৭) বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ২০ (i) ধারার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আপিলকারী যে আবেদনটি উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তা এমনকি আপিলকারী তাদের রিট পিটিশনে কালো তালিকাভুক্তির আদেশকে বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেও আবেদন করেননি, তবে সেখানে যা আবেদন করা হয়েছিল তা কেবল শুনানির সুযোগের অনুপস্থিতি ছিল।

১৮) বিকল্প হিসাবে, বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও যুক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ১ নং উত্তরদাতা ৭.১.২০১৯-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলী মেনে চলেননি, এবং অভিযুক্ত আদেশটি কার্যকর করে তদন্ত করা উচিত ছিল এবং সেই তদন্ত প্রতিবেদনটি আদালতে পেশ করা উচিত ছিল।

১৯) অন্যদিকে, ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেন যে, অভিযুক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি জারির পর উত্তরদাতা নং। তাঁর বিচারে তাঁর হাত আটকে রেখেছিলেন এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে পছন্দ করেছিলেন।

২০) প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার বিষয়গুলি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করলে, আমরা মনে করি যে, আবেদনকারীর পক্ষে অভিযুক্ত পরামর্শদাতার যুক্তিতে জোর রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা উভয় দিকের সঙ্গেই একমত, অর্থাৎ, ২০ ধারার ব্যাখ্যাটি বিন্যাসের সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি ের প্রভাবের সঙ্গেও।

২১) এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে ২০ নং প্রকরণে চারটি সম্ভাব্যতার বিধান রয়েছে, যা উত্তরদাতা নং ৩-এর জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখে আবেদনকারীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল বা ছুটির তালিকায় রাখা হয়েছিল। আমাদের সামনে প্রশ্নটি, এইভাবে, কালো তালিকাভুক্তকরণ এবং ছুটির তালিকা শুরু করার জন্য একটি পদক্ষেপের প্রভাব হবে। দরদাতাকে যে ঘোষণা দিতে হবে তা ধারা ২০ **(ii)**-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রথম তিনটি দিক নিয়ে কাজ করে। দরপত্রের নথির সাথে সংযুক্ত বিন্যাসটি কেবল এই তিনটি ঘটনাকেই বোঝায়। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে কোনও নির্দিষ্ট বিন্যাস সরবরাহ করা হয় না, যেখানে সম্ভবত এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে প্রকাশটি চারটি দিকের ক্ষেত্রেই হতে হবে। যে বিন্যাসটি প্রদান করা হয়েছে, যদি কালো তালিকাভুক্তির সূচনা নির্দিষ্ট করা হয়, তবে সেটি বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। এটা বলা যাবে না যে আপিলকারীর উদ্যোগটি কালো তালিকাভুক্তির জন্য একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির দিকটি প্রকাশ করা ১ম আপিলকারীর বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে, আমরা তাই বলি কারণ একই অনুসারে নির্দিষ্ট বিন্যাস সহ একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে, যার জন্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়।

২২) বিন্যাসটি সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি বলে দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু তারপরে, উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা বিন্যাসটি তৈরি করার সমস্যা। মনে হয় যে উত্তরদাতা নং ১, বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, বিবেচনা করে দেখেছেন যে যেহেতু প্রকরণ ২০ **(i)** চারটি সম্ভাব্যতার জন্য সরবরাহ করেছে, যদিও বিন্যাসটি এটির জন্য সরবরাহ করেনি, আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। হতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য বিন্যাসটির যথাযথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে!

২৩) আমরা যদি আবেদনকারীর জমা দেওয়া অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করি, তবে এটি বলে যে দরপত্র এবং সংযুক্তিগুলিতে প্রদত্ত তথ্য দরদাতাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সর্বোত্তম সত্য। যদি কোনও মিথ্যা বা ভুল তথ্য জমা দেওয়া হয়, তবে দরপত্রটি প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এটি বলা যাবে না যে ২০ **(i)** ধারার বর্ণিত শর্ত ৪ লঙ্ঘন করার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা দেওয়া কোনও মিথ্যা তথ্য রয়েছে। আমরা একই ইস্যুটির অন্য কোণে, অর্থাৎ, ধারা ২০ **(iii)** এর বিন্যাসের সাথে প্রদত্ত অখণ্ডতা চুক্তির জন্য একটি বিস্তারিত উল্লেখ করতে পারি।

ইন্টিগ্রিটি প্যাকের বিধান ছিল যে "কর্পোরেশনের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য লেনদেন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পক্ষগুলি একে অপরের প্রতি কিছু প্রতিশ্রুতি দেবে।" যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অখণ্ডতা 'আইনটি একটি বৈধ দরপত্রের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং, এই ধারাটি, দরপত্রের অধীনে পরিচালিত ক্রিয়াকলাপগুলির স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত, যদি এটি ক্রয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আরও একবার, প্রকরণ ২০ **(i)** এর বর্ণিত চতুর্থ অংশের সাথে এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না।

২৪) আমরা এই দিকটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পারি। কালো তালিকাভুক্তির খুব গুরুতর পরিণতি রয়েছে। একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি ের ফলে কালো তালিকাভুক্ত হতে পারে বা কালো তালিকাভুক্ত হতে পারে না। নিছক কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা, একজন দরদাতাকে এই ধরনের গুরুতর পরিণতি দেখার জন্য, বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।

২৫) আপিলকারীর মামলাটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত ভাষা দ্বারা আরও দৃঢ় করা হয়েছে। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি টি নিজেই, শেষ অনুচ্ছেদে, আবেদনকারীকে কারণ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে যে কেন "কালো তালিকাভুক্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়"। আপিলকারীর প্রতিক্রিয়া অনুসারে, পরবর্তী পর্যায়টি কালো তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করা হত, যদি ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক না পাওয়া যেত। অন্যদিকে কালো তালিকাভুক্তির ধারা ২০ **(i)**-এ ব্যবহৃত শব্দটি এমন একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলে যেখানে ইতিমধ্যে কালো তালিকাভুক্তির সূচনা করা হয়েছে। সাধারণ ইংরেজি শব্দগুলিকে অবশ্যই তাদের সাধারণ ব্যাকরণগত অর্থ দিতে হবে, একটি দিক যা এখানে আরও একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২৬) সুতরাং, ৩ নং উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার জমা দেওয়া স্বীকার করা কঠিন যে ৫.১২.২০১৭ তারিখের কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি টি ইতিমধ্যে কালো তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

২৭) এই দুটি অ্যাকাউন্টে এটি বলা যাবে না যে আপিলকারী চুক্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

২৮) যতদূর পর্যন্ত ২২.২.২০১৮ তারিখের কালো তালিকাভুক্তির আদেশের প্রভাব অনুমান করা হয়, ততদূর পর্যন্ত উত্তরদাতা নং. নির্দিষ্ট পদক্ষেপ শুরু করা যথাযথ বলে বিবেচনা করে, এটি এইচ. পি. সি. এল-এর কালো তালিকাভুক্তির নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে হতে হবে। নির্দেশিকাগুলি নিজেই দেখায় যে নিষেধাজ্ঞা ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য সম্ভাব্য প্রভাব ফেলবে। সুতরাং, প্রদত্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে একই 'এর কোনও প্রয়োগ হবে না।

ব্যবসার ধারাবাহিকতা শংসাপত্র :

২৯) দ্বিতীয় যে কারণটি হাইকোর্টের পক্ষে ছিল তা হল আবেদনকারীর দায়ের করা ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা শংসাপত্র নিয়ে উত্তরদাতা নং ৩-এর তৈরি করা সন্দেহ। ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা নিয়ে কাজ করার জন্য, সফল দরদাতাকে এখানে আগে প্রদত্ত চারটি দিকের ক্ষেত্রে পরিষেবাগুলিতে শূন্য ব্যাঘাত সহ নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং সুবিধায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য স্থানান্তর পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। ধারা ১০ (জি)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষার জন্য বৈধ আইএসও শংসাপত্র ২৭০০১ এবং ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার জন্য আইএসও ২৩০১ প্রদান করতে হবে।

প্রশ্নাতীত নয় যে আপিলকারী ব্যবসার ধারাবাহিকতার একটি শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন, যেমনটি বিবাদী নং ২ থেকে প্রাপ্ত।

৩০) উত্তরদাতা নং ৩ এই ব্যবসায়িক শংসাপত্রের উপর সন্দেহ প্রকাশ করতে চেয়েছেন, এবং ডিভিশন বেঞ্চ, বিতর্কিত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষগুলিকে তাদের হলফনামা দাখিল করার আহ্বান জানিয়ে এই শংসাপত্রের তদন্ত শুরু করেছে এবং তারপরে শংসাপত্রের উপর নিজের সন্দেহ প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে, এই ধরনের পদক্ষেপ অনুমোদিত ছিল না।

৩১) উতরদাতা নং ৩-এর করা অভিযোগ সম্পর্কিত গুরুতর বিতর্ক রয়েছে, যা আপিলকারী প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে প্রতিনিধিরা হলফনামা দাখিল করেছিলেন তাদের জেরা করার সুযোগ দিতে হয়েছিল। এটি রিট কার্যধারায় সত্যিই সম্ভব হত না এবং কেবল মামলা কার্যধারায় নির্ধারণ করা যেত। ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট কার্যধারার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বদা একটি শর্টকাট হতে পারে না, যখন এই ধরনের বিরোধ বিদ্যমান থাকে। আমরা কার্যকরভাবে রোশিনা টি বনাম আব্দুল আজিজ কে. টি. এবং অন্যান্যর ৫ ক্ষেত্রে এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করতে পারি। এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিটের এখতিয়ার দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে সাধারণ প্রতিকারের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে নয়, এবং এই এখতিয়ারটি মামলা-মোকদ্দমার দ্বারা কেবল জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে নৈমিত্তিকভাবে বা হালকাভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৩২) আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও লক্ষ্য করতে পারি, অর্থাৎ, উত্তরদাতা নং ১-এর উত্তরদাতা নং ৩-এর অভিযোগ মেনে নিতে অনীহা। যদি উত্তরদাতা নং ১-এর নিজেরই শংসাপত্রের উপর সন্দেহ থাকত, তবে তা অন্য বিষয় হত। এটি উত্তরদাতা নং ১-এর দাখিল করা হলফনামা থেকে স্পষ্ট নয়। যে কোনও ক্ষেত্রে, সর্বোত্তমভাবে, এই দিকটি উত্তরদাতা নং ১-এর প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, আদালত তার পরবর্তী পদক্ষেপের পথ শুরু করার পরিবর্তে, যেন এটি উত্তরদাতা নং ১-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলে বসে ছিল। আমরা যোগ করতে পারি যে যদি উত্তরদাতা নং ১-এর এই শংসাপত্রগুলির উপর কোনও সন্দেহ থাকে, তবে কিছুই প্রতিরোধ করা হয়নি, এবং এখনও উত্তরদাতা নং ১-কে এই দিকটি দেখতে বাধা দেওয়া হয়নি।

৩৩) আমরা বিজ্ঞ প্রবীণ পরামর্শদাতার যুক্তির সাথে একমত নই। উত্তরদাতা নং ৩-এর জন্য যে, ৭.১.২০১৯ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে অভিযুক্ত আদেশে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে উত্তরদাতা নং ১-কে এই সমস্ত দিকগুলি অনুসন্ধান করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। শুধু এটুকুই লক্ষ্য করা গেছে যে বিবাদী নং ১ সিদ্ধান্ত "গ্রহণ" করতে পারেন, কিন্তু নিষেধাজ্ঞাটি তা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ছিল। বিবাদী নং ১ এর বিজ্ঞ

আইনজীবীর দাখিলকৃত বিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর, বিবাদী নং ১ তার বিজ্ঞতার সাথে আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ জারি করতে চেয়েছিল, তা আসলে তার এখতিয়ারের মধ্যে ছিল না।

৩৪) রায়ের ৪৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হাইকোর্টের কার্যকরী নির্দেশ আসলে আবেদনকারীর সাথে তার চুক্তি লঙ্ঘন করার জন্য উত্তরদাতা নং। কে নির্দেশ দেওয়ার সমতুল্য। আমরা মনে করি যে, সুতরাং, আবেদনকারীর দ্বারা চুক্তি লঙ্ঘন করতে বাধ্য করার জন্য এই ধরনের কোনও নির্দেশ জারি করা উচিত ছিল না।

৩৫) সুতরাং, আমরা এই ভিত্তিতেও বিতর্কিত ক্রম বজায় রাখতে অক্ষম।

উপসংহার:

৩৬) আমাদের সামনে যে বিরোধের প্রকৃতি রয়েছে তার প্রেক্ষাপটে কিছু পর্যবেক্ষণ করা উপযুক্ত বলে আমরা মনে করি। সাধারণত পক্ষগুলি তাদের চুক্তি এবং দরপত্রের শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও রিট রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে না। সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত পদ্ধতিতে ন্যায্যতার নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য গড়ে তোলা উপযুক্ত বলে মনে করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট কার্যধারায় দরপত্রের তদন্তের জন্ম দিয়েছে। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে যে উইন্ডোটি খুব বিস্তৃত হয়ে গেছে কারণ প্রায় প্রতিটি ছোট বা বড় দরপত্রকে এখন প্রায় রুটিন হিসাবে রিট কার্যধারায় বিরোধিতা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে, সরকারী খাতের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়, যা বেসরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতায় থাকতে পারে। এটি খুব কমই মনের মধ্যে উদ্দেশ্য হতে পারে। দরপত্র কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে, মিনিটের বিবরণের একটি অপ্রয়োজনীয়, নিবিড় তদন্ত, সরকার এবং সরকারী ক্ষেত্রের দ্বারা চুক্তি প্রদানের একটি জটিল অনুশীলন করে তোলে, যার দ্বারপ্রান্তে দীর্ঘায়িত মামলা মোকদ্দমা রয়েছে। বেসরকারী খাত প্রায়শই একই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে। বেসরকারী চুক্তিতে দ্রুততা এবং দক্ষতার মাত্রা, এইভাবে, প্রায়শই সরকারী ক্ষেত্রের দরপত্রগুলিকে একটি অ-প্রতিযোগিতামূলক অনুশীলনে পরিণত করে। এটি সরকার এবং সরকারী ক্ষেত্রের জন্য একটি বড় অসুবিধা কাজ করে।

৩৭) এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এ. এন. আর. 'মামলায়, এই আদালত এই বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করেছে, যখন পর্যবেক্ষণ করেছে যে দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। হস্তক্ষেপ কেবল তখনই অনুমোদিত যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি এমন পরিমাণে নির্বিচারে বা অযৌক্তিক হয় যে কোনও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং আইন অনুসারে কাজ করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না। এটি সতর্ক করা হয়েছে যে সাংবিধানিক আদালতগুলি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে সংযম অনুশীলন করবে বলে আশা করা হয় এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটির সাথে কেবল মতবিরোধই যথেষ্ট হবে না।

৩৮) আরেকটি দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে নথির লেখকই এর প্রয়োজনীয়তা বোঝার এবং প্রশংসা করার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি। বর্তমান মামলার তথ্যে, দরপত্রের নথির ব্যাখ্যার বিষয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। উত্তরদাতা নং ১ নিজেই, ধারা ২০-এর শব্দের প্রশংসা এবং বিন্যাসের প্রশংসা করে একটি বিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। উত্তরদাতা নং ৩ চুক্তির নিজস্ব ব্যাখ্যাকে উত্তরদাতা নং ১-এর উপর চাপিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে না, বা আদালতকে সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে উত্তরদাতা নং ১-কে বাধ্য করতে বলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আদালত উপরোক্ত রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে যে এটি সম্ভব যে দরপত্রের লেখক এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে পারেন যা সাংবিধানিক আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে এটি নিজেই প্রদত্ত ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করার কারণ হবে না। আমরা এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ পুনরুত্পাদন করিঃ

১৫) আমরা যোগ করতে পারি যে কোনও প্রকল্পের মালিক বা নিয়োগকর্তা, যিনি দরপত্র নথি রচনা করেছেন, তার প্রয়োজনীয়তা বোঝার এবং প্রশংসা করার এবং তার নথিগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি, সাংবিধানিক আদালতগুলিকে অবশ্যই দরপত্র নথির এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং প্রশংসা স্থগিত করতে হবে, যদি না বোঝাপড়া বা প্রশংসা বা দরপত্রের শর্তাবলীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুসংস্কার বা বিকৃতি থাকে। এটি সম্ভব যে কোনও প্রকল্পের মালিক বা নিয়োগকর্তা দরপত্র নথির একটি ব্যাখ্যা দিতে পারেন যা সাংবিধানিক আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তবে এটি নিজেই প্রদত্ত ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করার কারণ নয়।

৩ (২০১৬) ১৬ এসসিসি ৮১৮

কেয়ারটেল ইনফোটেক লিমিটেড বনাম হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ।সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি।৯৬৯

৩৯) আমরা এই আদালতের নাভা মামলার রায়ও উল্লেখ করতে পারি পাওয়ার লিমিটেড (এন. পি. এল) বনাম পঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (পি. এস. পি. সি. এল) এবং আরেকজন [৪] আমাদের একজনের (সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি) লেখা। বাণিজ্যিক চুক্তির ব্যাখ্যার জন্য আইনি নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত রায়ে, বেলিজের অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম বেলিজ টেলিকম লিমিটেডের[৫] প্রিভি কাউন্সিলের পর্যবেক্ষণের একটি উল্লেখ করা হয়েছিল।

১৬) আপীল আদালতের যুক্তি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আগে, বোর্ড প্রভাবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ করবে। আদালতের কোনও চুক্তি, আইন বা সমিতির নিবন্ধ, যা বোঝানোর জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তার উপর উন্নতির কোনও ক্ষমতা নেই। এটি এটিকে আরও ন্যায্য বা আরও যুক্তিসঙ্গত করার জন্য শর্তাদি প্রবর্তন করতে পারে না। এটি কেবল উপকরণটির অর্থ কী তা আবিষ্কার করার জন্য উদ্বিগ্ন। তবে, সেই অর্থটি অপরিহার্যভাবে বা সর্বদা নথির লেখক বা পক্ষগুলি যা চেয়েছিল তা নয়... "

....
.....

"১৯.... ট্রলোপ অ্যান্ড কলস লিমিটেড বনাম নর্থ ওয়েস্ট মেট্রোপলিটন রিজিওনাল হসপিটাল বোর্ড ।১৯৭৩। ১ ডব্লু এলআর ৬০১,৬০৯ লর্ড পিয়ারসন, যার সাথে লর্ড গেস্ট এবং লর্ড ডিপ্লক একমত হয়েছিলেন, বলেছেন

'আদালত পক্ষগুলির জন্য কোনও চুক্তি করে না। আদালত এমনকি পক্ষগুলি নিজেদের জন্য যে চুক্তি করেছে তারও উন্নতি করবে না, তবে উন্নতি যতই কাম্য হোক না কেন। আদালতের কাজ হল পক্ষগুলি নিজেদের জন্য যে চুক্তি করেছে তা ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করা। যদি স্পষ্ট শর্তগুলি পুরোপুরি স্পষ্ট এবং অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত হয়, তবে বিভিন্ন সম্ভাব্য অর্থের মধ্যে কোনও পছন্দ করা যায় নাঃ স্পষ্ট শর্তগুলি অবশ্যই প্রয়োগ করা উচিত, এমনকি যদি আদালত মনে করে যে অন্য কিছু শর্ত আরও উপযুক্ত হত। একটি অব্যক্ত শব্দ বোঝানো যেতে পারে যদি এবং কেবলমাত্র আদালত খুঁজে পায় যে পক্ষগুলি অবশ্যই তাদের চুক্তির অংশ হিসাবে সেই শব্দটি তৈরি করতে চেয়েছিলঃ আদালতের পক্ষে এটি খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট নয় যে এই ধরনের শব্দটি পক্ষগুলি যুক্তিসঙ্গত পুরুষ হিসাবে গ্রহণ করত যদি এটি তাদের কাছে পরামর্শ দেওয়া হতঃ এটি অবশ্যই এমন একটি শব্দ ছিল যা বলার অপেক্ষা রাখে না, চুক্তিকে ব্যবসায়িক কার্যকারিতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় একটি শব্দ, একটি

৪ (২০১৮) ১১ এস সি সি ৫০৮

৫ (২০০৯) ১ দব্লু এল আর ১৯৮৮ (পিসি)

শব্দটি, যদিও নীরব, পক্ষগুলি নিজেদের জন্য যে চুক্তি করেছিল তার অংশ গঠন করেছিল।

৪০) নাভা পাওয়ার লিমিটেড (এন. পি. এল.) এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়টি আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে সত্য জৈন (মৃত) এবং অন্যান্যরা বনাম আইনি প্রতিনিধির আনিস আহমেদ রুশদি (মৃত)-এ এবং অন্যান্যরা -এর মাধ্যমে নোট করেছে, যেখানে বোয়েন, এল. বিচারপতি এন. দ্য মুরককের প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক কার্যকারিতার নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই পরীক্ষার জন্য শর্তগুলি কেবল তখনই বোঝানো যেতে পারে যখন চুক্তির ব্যর্থতা এড়াতে চুক্তিকে ব্যবসায়িক কার্যকারিতা দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেবলমাত্র ন্যূনতম নিহিতার্থ থাকতে হয়। সুতরাং, যদি চুক্তিটি শর্তাবলীর প্রভাব ছাড়াই ব্যবসায়িক অর্থবোধ করে তবে আদালতগুলি একই ইঙ্গিত দেবে।

৪১) নাভা পাওয়ার লিমিটেডের (এন. পি. এল) [৯] বিচার ৭২ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের সাথে শেষ হয়েছেঃ

"৭২) যাইহোক, আমরা শেষ পর্যন্ত সতর্কতার একটি শব্দ প্রসারিত করতে পারি। চুক্তির অন্তর্নিহিত শর্তাবলীর দিকে নজর দেওয়া অবশ্যই বাণিজ্যিক আদালতের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত নয়। বর্তমান দিনে এবং যুগে, চুক্তি করা একটি চুক্তির খসড়া তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সমস্ত পক্ষের আইনী মস্তিষ্কের সাথে উচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিষয়। এমনকি এর আগে স্পষ্টীকরণ এবং সন্দেহ চাওয়ার সুযোগও রয়েছে যাতে পক্ষগুলি জানতে পারে যে তারা কী প্রবেশ করছে। সুতরাং, সাধারণত একটি চুক্তি তার সুস্পষ্ট শর্তাবলী অনুসারে [৪] পড়া উচিত। অন্তর্নিহিত শর্তাবলী একটি ধারণা, যা কেবল তখনই প্রয়োজনীয় হয় যখন উল্লিখিত পেন্টা-টেস্ট কার্যকর হয় ।এর জন্য একটি কঠোর প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আমরা প্রকৃতপক্ষে চুক্তিটিকে এইভাবে পড়েছি যে, 'আমরা সত্যিই এতে কোনও' অন্তর্নিহিত শব্দ 'পড়িনি, তবে ধারাগুলির সংগ্রহ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে চুক্তিটি কী বলে,' শক্তি চার্জের সূত্রটি আমাদের মনে বেশ স্পষ্ট ছিল। আমরা চুক্তির প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে কেবল তার প্রাকৃতিক ব্যাকরণগত কনট্যুর অনুসারে এটি ব্যাখ্যা করেছি। '

[৬](উপরে)

৭ (২০১৩) ৮ এসসিসি ১৩১

৮ (১৮৮৯) এলআর ১৪ পিডি ৬৪ (সিএ)

৯ (উপরে)

৪২) আমরা আরও একবার পূর্বোক্ত দিকগুলির উপর জোর দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করেছি, বিশেষত আদালতের প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে, দরপত্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তৃতীয় পক্ষের নির্দেশে, দরপত্র তৈরির পক্ষ দ্বারা যা প্রস্তাব করা হয়েছে তার পরিবর্তে, চুক্তির নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, আরও নির্দিষ্টভাবে দরপত্রের শর্তাবলী। উদ্দেশ্যটি এমন হতে পারে না যে প্রতিটি চুক্তিতে, যেখানে কিছু পক্ষ হেরে যাবে, তাদের কোনওভাবে ফাঁক বাছাই করার, সফল পক্ষগুলিকে অযোগ্য ঘোষণা করার সুযোগ পাওয়া উচিত, যার ভিত্তিতে দরপত্র ভাসিয়ে দেওয়া পক্ষও কোনও যোগ্যতা খুঁজে পায় না।

৪৩) উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিত, যাতে আমরা বিতর্কিত ক্রমে পাওয়া পরিস্থিতির অনুরূপ পরিস্থিতি এড়াতে পারি।

উপসংহারঃ

৪৪) উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল হল যে বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে এবং ৩ নং উত্তরদাতার দায়ের করা রিট পিটিশন সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে।

৪৫) সেই অনুযায়ী আপিল মঞ্জুর করা হলো, পক্ষগুলিকে তাদের নিজস্ব খরচ বহন করতে হবে।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen